জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UNIC Dhaka
Discover natural fibres 2009
জুন ২০০৯ June 2009
২১তম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা Volume-XXI, No. VI

ঘরে ফেরার আশায় দিন গুনছে চার কোটি ২০ লাখ ছিন্নমূল মানুষ

২০ জুন বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস। সংঘাত ও হয়রানির কারণে বিশ্বব্যাপী জবরদস্তিমূলক ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা এদিনে ছিল ৪ কোটি ২০ লাখের বেশি। যার মধ্যে ১ কোটি ৬০ লাখ উদ্বাস্তু যারা তাদের দেশের বাইরে রয়েছে এবং ২ কোটি ৬০ লাখ হলো অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত।

বিশ্বব্যাপী বাস্তুচ্যুতির এই সামগ্রিক হিসাবে ২০০৮ সালের শেষে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও সোমালিয়ায় আরো বড় ধরনের বাস্তুচ্যুতি ঘটায় চলতি বছরের শুরুতে এ সংখ্যা ইতোমধ্যেই অনেক বেড়ে ২৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া দিগন্তে রয়েছে আরো অনেক ঝামেলার লক্ষণ।

বাস্তুচ্যুতির কিছু পরিস্থিতি অল্পকাল স্থায়ী হলেও অন্যগুলোর সমাধানে বছরের পর বছর, এমনকি দশকের পর দশকও লেগে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে যে, বর্তমানে ২২টি দেশের ২৫ হাজার বা তার বেশি উদ্বাস্তুর ২৯টি বিভিন্ন গ্রুপ পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে নির্বাসনে রয়েছে। এর অর্থ হলো প্রায় ৬০ লাখ উদ্বাস্তু অবহেলিত অবস্থায় বসবাস করছে যার কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না। কলম্বিয়া, ইরাক, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও সোমালিয়ার মতো স্থানে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত (আইডিপি) আরো কয়েক লাখ লোক তাদের ঘরে ফিরে যেতে পারছে না।

দীর্ঘায়িত সঙ্কট ও ক্রমবর্ধমানহারে দীর্ঘকাল স্থায়ী বাস্তুচ্যুতি ছাড়াও আমরা উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুত লোকদের ঘরে ফেরার হারওহ্রাস পেতে দেখছি। ২০০৮ সালে প্রায় ২০ লাখ লোক প্রত্যাবাসন করতে পেরেছিল, কিন্তু প্রত্যাবাসিতদের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে অনেক কম। ২০০৮ সালে উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন ছিল শতকরা ১৭ ভাগ কম (৬ লাখ ৪ হাজার) আর অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের ঘরে ফেরার হার শতকরা ৩৪ ভাগ কমে ১৪ লাখে নেমে এসেছিল। ১৫ বছরের মধ্যে মোট প্রত্যাবাসনের সংখ্যায় এটা ছিল দ্বিতীয় সর্বনিম্ন এবং কোনো কোনো স্থানে কমে যাওয়ার কারণ হলো আফগানিস্তান ও সুদানের মতো অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতি।

২০০৮ সালে আলাদা আলাদা দাবির ভিত্তিতে আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যাও শতকরা ২৮ ভাগ বেড়ে ৮ লাখ ৩৯ হাজারে উন্নীত হতে আমরা দেখেছি। এককভাবে সর্বাধিকসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী (২ লাখ ৭ হাজার) গ্রহণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, এর পরের স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (৪৯ হাজার চারশ’), ফ্রান্স (৩৫ হাজার চারশ’) ও সুদান (৩৫ হাজার একশ’)।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট, উত্তর-দক্ষিণের বৈষম্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান ভিনদেশি বিদ্বেষ, জলবায়ু পরিবর্তন, নতুন নতুন সংঘাতের নিরন্তর বিস্তার ও পুরনো সংঘাতগুলো

নিয়ন্ত্রণে না আসার ফলে ইতোমধ্যেই ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি সমস্যা বেড়ে যাওয়ার হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মানসিক সহযোগী এবং আমরা এসব ছিন্নমুল মানুষ ও তাদের আশ্রয়দাতা দেশগুলোর প্রয়োজনীয় সাহায্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার সংগ্রাম চালাচ্ছি।

বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগের মতো উদ্বাস্তু ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোক রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যা ঐসব দেশের এ ভার বহনের সঙ্গতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থার পাশাপাশি আরো বেশি আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনকে তুলে ধরে। কোনো কোনো শিল্পোন্নত দেশে আশ্রয়প্রার্থীদের 'ঢল' বয়ে যাচ্ছে বলে লোকরঞ্জনানুবর্তী রাজনীতিক ও প্রচারমাধ্যমের শঙ্কাবাদী দাবিকেও এটা যথার্থ প্রেক্ষিতে তুলে ধরে। সংঘাত বা হয়রানির কারণে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেশিরভাগ লোক উন্নয়নশীল বিশ্বে তাদের দেশে বা অঞ্চলে অবস্থান করে।

২০০৮ সালে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়া প্রধান প্রধান দেশের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান (১৮ লাখ), সিরিয়া (১১ লাখ), ইরান (৯ লাখ ৮০ হাজার), জার্মানি (পাঁচ লাখ ৮২ হাজার সাতশ'), জর্ডান (পাঁচ লাখ চারশ') শাদ (তিন লাখ ৩০ হাজার পাঁচশ'), তানজানিয়া (তিন লাখ ২১ হাজার ৯শ') ও কেনিয়া (তিন লাখ ২০ হাজার ছয়শ')। যেসব দেশের লোক উদ্বাস্তু হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো আফগানিস্তান (২৮ লাখ) ও ইরাক (১৯ লাখ)। উভয় দেশের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ইউএনএইচসিআর প্রণীত হিসেবের শতকরা ৪৫ ভাগ। অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে সোমালিয়া (পাঁচ লাখ ৬১ হাজার), সুদান (চার লাখ ১৯ হাজার), কলম্বিয়া (তিন লাখ ৭৪ হাজার) ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (তিন লাখ ৬৮ হাজার)। এর প্রায় সবগুলো দেশই উন্নয়নশীল বিশ্বে। তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বদান্যতা ও সম্পদ যে পরস্পরের আনুপাতিক অবস্থানে থাকে তা আমরা বলতে পারি না। রাজনৈতিক সমাধানবিহীন অবস্থায় সংঘাত চলতে থাকায় এসব দরিদ্র দেশের ওপর চাপ তাদের অনেকগুলোকে প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তাদের এখন বেশি আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন। তা না পাওয়া গেলে ইউএনএইচসিআর ও অন্যান্য সাহায্য সংস্থা এমন সব হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অব্যাহত রাখতে বাধ্য হবে যাতে ছিন্নমুল পরিবারগুলোর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন উপেক্ষিত হবে।

২০০৮ সালে বিশ্বের মোট ছিন্নমুল মানুষের মধ্যে ইউএনএইচসিআর দুই কোটি ৫০ লাখের দেখাশোনা করছে, যার মধ্যে রয়েছে এক কোটি ৪৪ লাখ রেকর্ডসংখ্যক অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোক, যা ২০০৭ সালের সংখ্যা এক কোটি ৩৭ লাখের চেয়ে বেশি এবং এক কোটি ৫ লাখ উদ্বাস্তু। অপর ৪৭ লাখ উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনি যা জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থার ম্যান্ডেটে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনে ১৯৫১ সালের উদ্বাস্তু কনভেনশনের আওতাধীন উদ্বাস্তু এবং কনভেনশনের আওতাবহির্ভূত অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোকদের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও এ ধরনের ব্যবধান তাদের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক যারা তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে ও যথাসর্বস্ব হারিয়েছে। ছিন্নমুল মানুষ আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করুক বা না করুক তারা সমভাবে সাহায্যের যোগ্য। তাই অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থার সঙ্গে ইউএনএইচসিআর উদ্বাস্তুদের মতো অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদেরও প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের যৌথভাবে কাজ করছে।

অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের জন্য ইউএনএইচসিআরের কাজের ভার ২০০৫ সালের পর থেকে দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে। বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে রয়েছে কলম্বিয়ার প্রায় ৩০ লাখ, ইরাকের ২৬ লাখ, সুদানের দারফুর অঞ্চলের ২০ লাখের বেশি, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলের ১৫ লাখ, সোমালিয়ার ১৩ লাখ। অন্যান্য যেসব অঞ্চলে বাস্তুচ্যুতি বেড়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, জর্জিয়া, ইয়েমেন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেভাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করা একটা বাধ্যবাধকতা মনে করে, তেমনিভাবে ধরাবক্ষের সবচেয়ে অসহায় কিছু লোক–উদ্বাস্তু ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের উদ্ধারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একই অপরিহার্যতা বোধ করা উচিত। আর এ ক্ষেত্রে আর্থিক মুক্তির জন্য ব্যয়িত অর্থের সামান্য একটা অংশমাত্র প্রয়োজন।

সংঘাত ও হয়রানির কারণে ঘরবাড়ি ত্যাগে বাধ্য হওয়া চার কোটির বেশি লোকের জন্য সমাধান খুঁজে বের করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক সহায়তার মাধ্যমে আমরা বিশ্বের ছিন্নমুল মানুষগুলোর দুর্দশা লাঘব এবং পরিশেষে তাদের নির্বাসনের অবসান ঘটাতে পারি।

এনটোনিও গুতেরেস
পর্তুগালের সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৫ সাল থেকে তিনি জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনারের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর

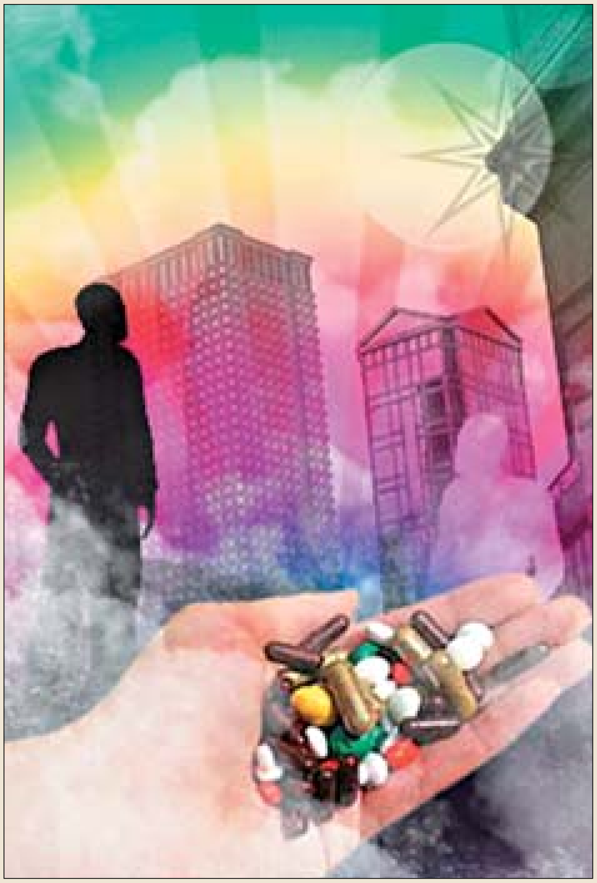

মাদক কি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে?

আপনার জীবন, আপনার সমাজে মাদকের কোনো স্থান নেই।

অবৈধ মাদক যে সমাজ ও তরুণদের একটা বড় সমস্যা সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (ইউএনওডিসি) আন্তর্জাতিক প্রচারণায় নেতৃত্বদান করে। ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই প্রচারণার লক্ষ্য হলো মাদক নিয়ন্ত্রণে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও সমর্থন বৃদ্ধি করা।

আন্তর্জাতিক প্রচারণার ভাষা 'মাদক কি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে? আপনার জীবন, আপনার সমাজে মাদকের কোনো স্থান নেই' এই বার্তা বহন করে যে, অবৈধ মাদকের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। মাদকের ব্যবহারে ব্যক্তি, পরিবার ও ব্যাপকভাবে সমাজের ক্ষতি হয়। মাদক নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি ক্রেতার শরীর ও মন, মাদকের চাষ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে চাষীদের, পাচার ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে।

অল্পবয়সী ও তরুণ বয়স্করা অবৈধ মাদক ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষ ঝুঁকিতে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদকের যে ব্যবহার তার দ্বিগুণের চেয়ে বেশি ব্যবহার তরুণদের মধ্যে। এ বয়সে অবৈধ মাদক চেখে দেখার জন্য সঙ্গী-সাথির চাপ প্রবল হতে পারে এবং এ বয়সে নিজের সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রে ধারণাও থাকে কম। তাছাড়া, যারা মাদক ব্যবহার করে স্বাস্থ্য বিষয়ক ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকে বা তাদের সচেতনতাও থাকে কম।

সবার আগে স্বাস্থ্য

ইউএনওডিসির প্রচারণা সেসব তরুণকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয় যারা অবৈধ মাদকের প্রভাবে প্রায়ই 'বড় বড়' কথা বলে, অনেক 'ছোট' বিষয় সম্পর্কে তারা হয়তো জানে না।

অবৈধ মাদকের ব্যবহার একটা উদ্বেগের বিষয়, কারণ তা তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি একটা হুমকি সৃষ্টি করে। ব্যবহৃত মাদকের ধরন, গৃহীত মাত্রা ও ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতার ওপর নির্ভর করে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বিভিন্ন ধরনের। সবধরনের অবৈধ মাদকের তাৎক্ষণিক দৈহিক কুফল রয়েছে, তবে তা বিশেষ করে তরুণদের ভাবাবেগ ও মানসিক বিকাশকেও মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে।

সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন এমন সব পছন্দের যা দেহ ও মনের জন্য উপযোগী। এসব পছন্দ ঠিক করার জন্য তরুণদের প্রয়োজন ভূমিকা মডেলের পথনির্দেশনা ও মাদকের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তি। আন্তর্জাতিক প্রচারণার মাধ্যমে অবৈধ মাদক ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে তরুণ ও অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের হাতিয়ারের জোগান দেয়া হয়।

মাদক সম্পর্কে তথ্য জেনে নিন

ইউএনওডিসির প্রচারণায় কেবল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন মাদকের ওপর আলোকপাত করা হয়। এগুলো হলো সেসব মাদক যেগুলোর অপব্যবহার ও পাচারের ক্ষতিকর প্রভাব, স্বাস্থ্য ও সমাজের ওপর পড়বে বলে সদস্য দেশগুলো যা পুরোপুরি চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এসব মাদকের মধ্যে রয়েছে এমফেটামিন ধরনের উদ্দীপক (এটিএস), কোকা/কোকেন, ভাং, ভ্রমোৎপাদক (হালুসিনজেনস), আফিমযুক্ত মাদক ও শমক সাংবেশিক।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মাদকের অপব্যবহারমুক্ত একটি আন্তর্জাতিক সমাজের লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম ও সহযোগিতা জোরদার করার সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বরের ৪২/১১২ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে ১৯৮৭ সালের মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রিপোর্ট ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বগুড়া জেলায় এমডিজি বিষয়ক কুইজ অনুষ্ঠিত

২০-২১ জুন ২০০৯

দেশব্যাপী এমডিজি ক্যাম্পেইনকে আরও বেগবান করতে জাতিসংঘ কেন্দ্র গত ২০ ও ২১ জুন বগুড়াস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমডিজি বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বগুড়া জেলা স্কুল, বগুড়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ এবং এপিবিএন স্কুল ও কলেজে চারটি পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুদিনব্যাপি এই কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানে চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। কুইজ অনুষ্ঠানের পর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট সাইদুল হক মিল্কি ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানগুলোতে সভাপতিত্ব করেন সংশি-ষ্ট স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষবৃন্দ। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মিস মমতাজ বেগম।

বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজে বক্তব্য রাখছেন ইউনিসেফের প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট সাইদুল হক মিল্কি

এপিবিএন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে

বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্ররা এমডিজি বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে

বিজয়ী ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বগুড়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের কুইজ বিজয়ী ছাত্রীবৃন্দ।

বগুড়া জেলা স্কুলে জাতিসংঘ রেফারেন্স কর্নার উদ্বোধন

২০ জুন ২০০৯

জাতিসংঘ তথ্য সেবাকে স্কুল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত ২০ জুন বগুড়া জেলা স্কুল লাইব্রেরিতে জাতিসংঘ রেফারেন্স কর্নার চালু করা হয়। এই কর্নারে জাতিসংঘ বিষয়ক বইপুস্তক ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী পাওয়া যাবে। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান আনুষ্ঠানিকভাবে একসেট প্রকাশনা বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমজান আলী আকন্দের কাছে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের প্রোগ্রাম কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট সাইদুল হক মিল্কি, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মমতাজ বেগম এবং জেলা স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ।

বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে জাতিসংঘ প্রকাশনা হস্তান্তর করা হচ্ছে

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্স

২ জুন ২০০৯

গত ২ জুন জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচির সদর দফতর নাইরোবি থেকে চারটি মহাদেশের ৫টি নগরীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় এতে ঢাকা, নাইরোবি, পানামা সিটি, লন্ডন ও নিউইয়র্কের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। ঢাকা থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা, তাঁর সহায়তায় ছিলেন রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। একই সাথে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বর্ণনা করেন। জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ-ক্লাবের সাতজন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি শহরের শিক্ষার্থীরা পরিবেশ দুষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এর প্রতিরোধে তারা কী করছে সেই অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। এছাড়া জাতিসংঘকে এ সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান।

ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

বিশ্বের চারটি নগরীর ছাত্রদের ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রাউন্ড টেবিল আলোচনা

৪ জুন ২০০৯

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি যৌথভাবে গত ৪ জুন আইডিবি ভবনস্থ জাতিসংঘ অফিসে এক রাউন্ড টেবিল আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনার শিরোনাম ছিল Corporate Environmental Responsibility. এতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, সেলিব্রেটি ও জাতিসংঘের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। আলোচনাবৃন্দ পরিবেশের বিপর্যয় বিশেষত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে একটি করে গাছের চারা প্রদান করা হয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জলবায়ুর পরিবর্তন

প্রতি বছর ৫ জুন পালিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস অন্যতম প্রধান মাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা জোরদার এবং রাজনৈতিক মনোযোগ ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় : তোমার পৃথিবী তোমাকেই চায়।' এই প্রতিপাদ্য প্রায় ১৯০ দিন পর কোপেনহেগেনে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু কনভেনশন সম্মেলনে একটি নতুন চুক্তিতে সম্মত হতে দেশগুলোর জন্য একটি অপরিহার্যতা তুলে ধরেছে এবং তাকে যুক্ত করেছে দারিদ্র্য মোচন ও বনজসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে।

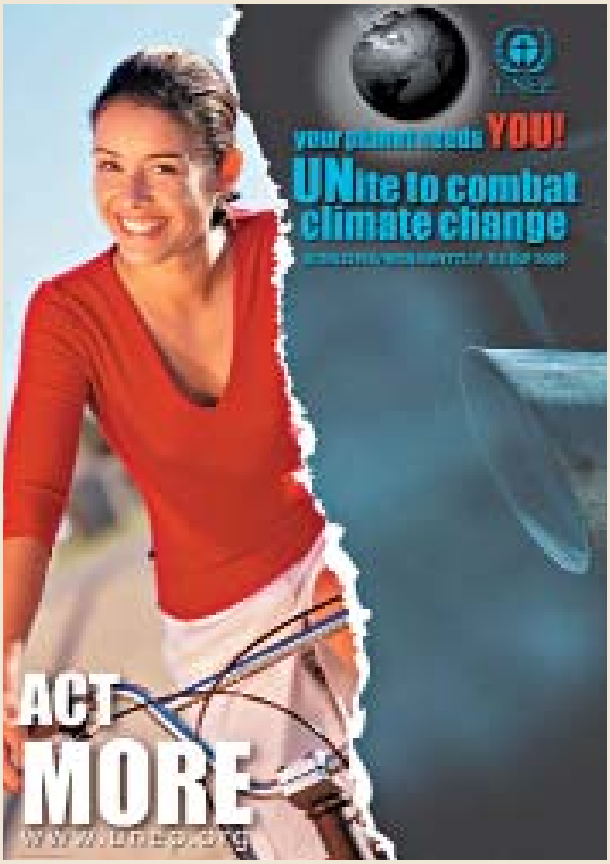

জলবায়ু নিরপেক্ষ নেটওয়ার্ক

স্বল্পমাত্রার কার্বন অর্থনীতি ও সমাজে বিশ্বের উত্তরণে সহায়তাদানে বিশ্ব পরিবেশ কর্মসুচির (ইউএনইপি) উদ্যোগে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু করা হয়েছে উচ্চমাত্রিক জলবায়ু নিরপেক্ষ নেটওয়ার্ক। বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসের অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে– এমন ১০টি দেশ, ১২টি নগরী, প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক কোম্পানি, জাতিসংঘ সংস্থা ও শীর্ষ স্থানীয় এনজিওসহ প্রায় ১৫০টি অংশগ্রহণকারী সিএন নেটের সংশি-ষ্টতায় এসেছে। বিনামুল্যে মিথষ্ক্রিয় ওয়েবসাইট সি এন নেট অংশগ্রহণকারীদের জন্য অন্যদের দৃশ্যমানতা ও অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে জলবায়ুর নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে তাদের কৌশল তুলে ধরার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটা তথ্য ও বাস্ত ব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটা নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে জলবায়ুর নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত সর্বোত্তম জ্ঞান সবার কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেয়। সি এন নেটের অংশগ্রহণকারীরা ইতোমধ্যেই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন উলে-খযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করতে পেরেছে। নেটওয়ার্কের যেমন বিস্তার ও প্রসার ঘটছে, তেমনি জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বের প্রচেস্টায় তার অবদানও বাড়ছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আরো তিনটি দেশ স্বল্পমাত্রার কার্বনভিত্তিক কার্যক্রমে সায় দিয়েছে

তিনটি দেশ জলবায়ু নিরপেক্ষ নেটওয়ার্ক (সিএন নেট) যোগদানের মাধ্যমে স্বল্পমাত্রার কার্বনভিত্তিক সবুজ বিস্তার এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেছে। আমাদের অর্থনীতি ও সমাজকে কার্বনমুক্ত করার বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সিএন নেট জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচির নেতৃত্বে গৃহীত একটি উদ্যোগ।

সি এন নেট উদ্যোগে অংশ দেয়া সর্বশেষ তিনটি দেশ হলো ইথিওপিয়া, পাকিস্তান ও পর্তুগাল। যেসব দেশ স্বল্পমাত্রার কার্বন, এমনকি জলবায়ু নিরপেক্ষ প্রচেস্টায় শামিল হয়েছে তাদের সংখ্যা এ তিনটিকে নিয়ে দশে উন্নীত হলো। এসব দেশের সম্মিলিত জনসংখ্যা ২৬ কোটি ৬০ লাখের বেশি এবং আয়তন মোটামুটিভাবে আর্জেন্টিনার সমান বা ভূপৃষ্ঠের শতকরা ২ ভাগ।

বিশ্ব পরিবেশে দিবসে এ ঘোষণা দেয়া হয়। এ বছর 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় : তোমার পৃথিবী তোমাকেই চায়' প্রতিপাদ্য নিয়ে দিবসটি পালিত হয়।

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্বাগতিক দেশ মেক্সিকো। সেখানে প্রধান অনুষ্ঠানমালার পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বিস্তৃত স্থাপনার রাজধানী পর্যন্ত কী ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি সত্যিকার একটি বিশ্ব কর্মসুচি পরিগ্রহ করে।

সি এন নেটে নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে জাতিসংঘ আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচির নির্বাহী পরিচালক অ্যাশিম স্টেইনার বলেন : 'এ তিনটি নতুন দেশের কার্বন নিরপেক্ষ নেটওয়ার্কে যোগদানের ফলে বৃক্ষরোপণে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত সুর্যালোক, তরঙ্গমালা ও বায়ুপ্রবাহের পুর্ণ সুবিধা গ্রহণ এবং কার্বন অর্থায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্র পর্যন্ত জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা এবং স্বল্প কার্বনভিত্তিক সবুজ বিস্তৃতি ও প্রসারের সুফল লাভে বহুবিধ ও নতুন নতুন কৌশল সৃষ্টি হয়েছে।'

মি. স্টেইনার বলেন : 'তবে এসব কৌশল পরিবেশে কেবল তখনই সফল হবে যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতি প্রেরণ ও সংকেত বার্তা বিপণন করে। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবস ডেনমার্কে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ জলবায়ু কনভেনশন সম্মেলনের মাত্র ১৮০ দিনের কিছু বেশি আগে পালিত হচ্ছে, যে সম্মেলনে সরকারগুলোকে একটি নতুন,

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সংবলিত জলবায়ু চুক্তিতে সম্মত হতে হবে। কোপেনহেগেনে নতুন জলবায়ু চুক্তি মোহরাঙ্কনের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাদের সবার জন্য, বর্তমানের জন্য এবং আগামী দশকগুলোর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে রূপান্তরমূলক ও সুদূরপ্রসারী প্রেরণাদায়ক প্যাকেজ প্রদান করবেন।

বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন জরুরিভাবে মোকাবিলা করতে হবে

জাতিসংঘ সদর দফতরে ১১ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটে নীতিনির্ধারকরা একটা জটিল সময়ে রয়েছেন।

চলতি মাসের শেষের দিকে সাধারণ পরিষদ বিশ্ব আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং উন্নয়নে এর অভিঘাত সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনের আয়োজন করবে। এরপর জুলাই মাসে ইতালিতে হবে জি-৮ সম্মেলন এবং সেপ্টেম্বরে পিটসবার্গে জি-২০ সম্মেলন।

মি. বান সাংবাদিকদের বলেন, এসব সম্মেলন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক সঙ্কট অঙ্গীকার পরিত্যাগ করার মতো কোনো অজুহাত হতে পারে না। এটা বরং অঙ্গীকার বাস্তবে পরিণত করার আরো বড় কারণ।'

মি. বান বলেন, 'ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি আমাদের মোহরাঙ্কন করতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ও নির্গমন লাঘবে আমাদের অতিরিক্ত সম্পদেরও প্রয়োজন হবে।'

নাইরোবিতে পরিবেশ সংক্রান্ত আফ্রিকার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্প্রতি সমাপ্ত সম্মেলনে (এএমসিইএন) আফ্রিকার পরিবেশ মন্ত্রীরা জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় একটি সঙ্গতিপূর্ণ আর্থিক কাঠামো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক অভিঘাত যে অসহায় শ্রেণীর ওপর পড়ছে তাদের সুযোগ গ্রহণের একটি সহজীকৃত পদ্ধতির প্রয়োজন তুলে ধরেন। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে জার্মানির বনে কয়েকটি সাহায্য সংস্থার জলবায়ু সম্পর্কিত আলোচনায় উপযুক্ত অভিমতের প্রতিধ্বনি করা হয়।

জাতিসংঘের মানবিক কার্যাদি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জন হোমস বলেছেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মানবিক চ্যালেঞ্জ হবে বিপুল। এই চ্যালেঞ্জ যে অনতিক্রম্য নয় এবং মানুষের দুর্ভোগ যে ন্যূনতম হবে তা নিশ্চিত করার নির্ধারণী সময় এখনই।'

চুক্তি মোহরাঙ্কন করা প্রসঙ্গে

জাতিসংঘের উদ্যোগে চুক্তি মোহরাঙ্কন প্রচারণার লক্ষ্য হলো ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে একটি ব্যাপক জলবায়ু চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পক্ষে রাজনৈতিক

সদিচ্ছা ও জনসমর্থন জাগ্রত করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের সবার ওপর পড়ছে। এখন রেকর্ড করা প্রতি দশটি দুর্যোগের মধ্যে নয়টিই জলবায়ু সংশি-ষ্ট। এটা একটা আতঙ্কজনক সত্য। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পুনঃপুন বন্যা, খরা ও ঝড়ের অভিঘাত পড়ছে লাখ লাখ মানুষের জীবনে। আর বিশ্ব উষ্ণায়নের পটভূমিতে বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট। স্পষ্টতই, গ্রহ ধরিত্রীর প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রয়োজন।

মানবজাতি সবচেয়ে বড় যে একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার প্রতি সাড়াদানের লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ৭ ডিসেম্বর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে সমবেত হবেন, আর এই চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু এই গ্রহকে কীভাবে রক্ষা ও একটি সবুজ অর্থনীতি সৃজন করা যাবে-যা দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির পথ সুগম করবে? কোপেনহেগেনের আলোচনা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার। এর ওপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব।

১৮ ডিসেম্বর সম্মেলন শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়া নির্ভর করবে কেবল রাজনৈতিক আলোচনা নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জনচাপের ওপরও। জনসমর্থন গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য জাতিসংঘ 'চুক্তি মোহরাঙ্কন করুন' শীর্ষক একটি প্রচারণা শুরু করেছে যা অনলাইনে ব্যবহারকারীদের একটি বিশ্ব আবেদনপত্র স্বাক্ষরে উৎসাহিত করছে-এ আবেদনপত্র বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা হবে। এই আবেদনপত্র একটা তাগিদ হিসেবে কাজ করবে যে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে কোপেনহেগেনে একটি ন্যায়ানুগ, সুষম ও কার্যকর চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের একটি চুক্তি মোহরাঙ্কন করতে হবে যা সব দেশ ও সব মানুষের কল্যাণে সবুজ বিস্তার ঘটাবে, আমাদের গ্রহকে রক্ষা করবে এবং একটি আরো স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে তুলবে।

অপচয় করার মতো সময় নেই : আপনার ভোটের ছাপ দিন এবং চুক্তি মোহরাঙ্কন করুন!

প্রচারণা কার্যক্রমে রয়েছে :

- ২০০৯ সালের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশ্বব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান।
- সব সংস্থার প্রতি চুক্তি অনুমোদনের আহ্বান।
- 'চুক্তি মোহরাঙ্কনে'র পক্ষে বিশ্বব্যাপী সমাবেশ-যাতে সমর্থকরা 'জনগণের মোহরে' রঙ লাগিয়ে একটি বিশ্ব আবেদনপত্রে তার ছাপ দেবে।
- বিশ্বের একশ' নগরীকে লক্ষ্যে নিয়ে ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর 'চুক্তি মোহরাঙ্কন' শীর্ষক জলবায়ু সপ্তাহ পালন।

ইউএনএফপিএ মিডিয়া ও পোস্টার প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান

সমাজে মানুষের চিন্তাচেতনা এবং জীবনকে প্রভাবিত করতে মিডিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল মিডিয়া পেশাজীবীদের জনসংখ্যা বিষয় সমস্যাগুলো, যেমন মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহসহ নগরায়ন, জলবায়ু, অভিপ্রয়াণ ও বয়োবৃদ্ধিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে মিডিয়া পুরস্কার ২০০৮ ঘোষণা করে। পুরস্কার দেয়ার আরেকটি লক্ষ্য ছিল নীতি-নির্ধারকদের এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর এ সমস্যাগুলোর প্রভাবের মনোযোগ আকর্ষণ করে এ বিষয়ে জরুরি এবং যথাযথ কর্মোদ্যোগ নেয়ার জন্য উদ্দীপিত করা। মিডিয়া পুরস্কারের পাশাপাশি ইউএনএফপিএ প্রতিবছর ছেলেমেয়েদের জন্য একটি পোস্টার প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে। উদ্দেশ্য, ওদের জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং ভবিষ্যতে ভালো ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। এ বছর ইউএনএফপিএ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং পোস্টার প্রতিযোগিতা ২৭ জুন ২০০৯-এ শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়। শেখ আলতাফ আলী, সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, ডিরেক্টর জেনারেল, পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আর্থার এর্কেন, ইউএনএফপিএ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন।

অ্যান্ড হাঙ্গার : ওয়াক দ্য ওয়ার্ল্ড

বিশ্বব্যাপী প্রতি ছয় সেকেন্ডে একটি শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত অবস্থায় স্কুলে যায় কোটি কোটি শিশু। তাদের ঘুমোতে হয় না-খেয়ে। আর বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নিচে শতকরা ৪০ ভাগ শিশু অপুষ্টি ও শারীরিক বৃদ্ধিজনিত সমস্যার শিকার। তাদের শারীরিক অপুষ্টি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার ফলে জাতীয় উন্নয়নও ব্যাপৃত হচ্ছে। এমনি পরিস্থিতিতে গত ৭ জুন ২০০৯ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী আয়োজন করে 'অ্যান্ড হাঙ্গার : ওয়াক দ্য ওয়ার্ল্ড', যা বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭০টি দেশে পালিত হয়। ঢাকা মহানগরীতে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ২০০০ শিশুসহ প্রায় ৫০০০ মানুষ অংশগ্রহণ করে। উদ্দেশ্য, এ ধরিত্রী থেকে ক্ষুধা দুর করে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা।

অ্যান্ড হাঙ্গার : ওয়াক দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বক্তারা বলেন, এটা সত্যি লজ্জার ও গভীর উদ্বেগের বিষয় যে আজও কোটি কোটি শিশু ভুক্ত অবস্থায় আছে। অথচ খুব কম মানুষই জানে যে, মাত্র ১২০০ টাকায় একটি শিশুর এক বছরের খাবারের সংস্থান করা যায়। এ ছোট একটি দান যে কতো বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে তা আমরা অনেকেই জানি না। তাই আসুন আমরা শিশুদের ক্ষুধা দুর করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করি। ঢাকায় আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ড. জাফর ইকবাল, লেখক ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক, চিত্রনায়িকা মৌসুমী, অভিনেত্রী শমী কায়সার, নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ, অভিনেতা জাহিদ হাসান, চিত্রনায়ক ওমর সানী, উপস্থাপক আব্দুর নুর তুষার, জাদুকর উলফাত কবীর, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী জিএম কাদের ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধি জন অ্যাইলিফ।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org